সংবাদ

তারিখ ... ... ৮.১১.৪৫ ...
... ৬ কলাম ৭ ... ...

003

নারীশিক্ষা বিষয়ে রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য প্রসঙ্গে

অনীকা

সম্প্রতি জেনারেল এরশাদ ঘন ঘন বিভিন্ন নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাচ্ছেন, ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করছেন মেয়েদের স্কুলের এবং লাখ লাখ টাকা সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। ঠিক এমনটা দেখেছিলাম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সময়ও। ডোলার মহিলা কলেজের জন্য রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান অর্থ প্রদানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা কোনদিনই বাস্তবে কার্যকরী হয়নি বলে জানি। এমনি আরো অনেক প্রতিশ্রুতিই বাগাড়ম্বর হয়েই থেকেছে। বর্তমান রাষ্ট্রপতি, এরশাদের নারী-কল্যাণমুখী আইন, ঘোষণা, নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য দেয় প্রতিশ্রুতিও যে বহুক্ষেত্রেই বাগাড়ম্বর হয়ে থাকছে সেটাও ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। তাঁর সাথে দুই সহযোগী বেগম এরশাদ ও মহিলা মন্ত্রী সাফিয়া খাতুনও এ রকমভাবেই নারী সমাজের উন্নয়নের ধুন্ তুলছেন। কেননা নারী দশকের সমাপনী সম্মেলন ঘনিয়ে এসেছে।

যাক সে কথা। প্রসঙ্গক্রমে ভূমিকায় যা বলেছি সেটা আমার লেখার মূল বিষয় নয়। মূল বিষয় হচ্ছে নারী শিক্ষা বিষয়ে রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গী কি সেটা খুঁটিয়ে দেখা। সম্প্রতি জেনারেল এরশাদ খিলগাঁও বালিকা বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময় বলেছেন, 'মেয়েদের মধ্যে মায়েদের সঠিক প্রতিফলন দেখতে চাই'। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বিজাতীয় সংস্কৃতি পরিহার করে নিজস্ব সংস্কৃতি তুলে ধরতে বলেছেন, ছাত্রদের রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে বলেছেন, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও তার প্রভাব থেকে দূরে থাকতে বলেছেন।

জেনারেল এরশাদের বর্তমান সময়ের দুশ্চিন্তাগুলো তার এই অল্পসময়ের অল্প কথাতেই ফুটে উঠেছে। দেশে যে ঘনীভূত রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে তার মূলে যে সামরিক সরকার কর্তৃক গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি রয়েছে তা তিনি হিসাবেই আনতে চাননি। তার মনে হয়েছে ছাত্রদের রাজনীতি করা ঠিক নয়, মূল্যবোধের অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য শুধু আগুনের পাশ থেকে সরে থাকার মতো রাজনীতি থেকে দূরে গেলেই ছাত্ররা বাঁচবে।

ছাত্রদেরকে রাজনীতির বিষবাষ্পে ভরে তুলেছে রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি এবং অন্যান্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পদক্ষেপ সে কথাটা উহ্য থেকে গেলেও আমরা জানি পাকিস্তান আমল থেকে যে কুখ্যাত শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে এ দেশের অগণিত ছাত্র সমাজ লড়াই করেছেন, প্রাণ দিয়েছেন, সেই শিক্ষানীতির একটুও বদল হয়নি বরং আরো ক্ষতিকর নীতি নির্ধারিত হয়েছে। ছাত্র সমাজের সামনে কোন ভবিষ্যৎ নেই, কোন লক্ষ্য নেই, শিক্ষালাভের অনুপ্রেরণা নেই, আদর্শ কোন কাঠামো নেই শিক্ষা ব্যয় কমাবার কোন পদক্ষেপ নেই, রয়েছে ব্যবস্থাপনায় গোলযোগ ও মিথ্যা বাগাড়ম্বর এবং শিক্ষাঙ্গনে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ। এ সব মূল বিষয় পাশ কাটিয়ে ছাত্রদের মৌখিক উপদেশ দেয়া হাস্যকর।

এর ফলে নারীশিক্ষার বিষয়টা আরো পর্যুদস্ত হয়ে আছে। বৃটিশ শাসন আমলে নারীশিক্ষার বিষয়ে যথেষ্ট উন্নত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিক্ষানীতি চালু ছিল এ দেশে। কিন্তু পাকিস্তান হবার পর থেকে নারী শিক্ষার বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে যে মেয়েদের সত্যিকার অর্থে গৃহিনী ও মা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। সামাজিক ও পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গি তো এমনিতেই মেয়েদের লেখাপড়াকে বেশী উৎসাহিত করেনি গত কয়েকদশক ধরে— যদিও অর্থনৈতিক কারণও একটা বড় বিষয় এক্ষেত্রে—তবু রাষ্ট্রীয় নীতিও যখন মেয়েদের মধ্যে মায়েদের সঠিক প্রতিফলন দেখাটাই ঘোষণা করে এই বিংশ শতাব্দীতে, তখন এদেশে নারীশিক্ষার অবস্থাটা সুস্পষ্ট হয়েই ধরা পড়ে।

মেয়েরা তাদের সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্ব পালন করবে সেটার জন্য স্কুল-কলেজে হাতেকলমে শিক্ষা দেয়া, শিক্ষানীতিতে ঐ লক্ষ্য নির্ধারিত করার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু তবু দশকের পর দশক জুড়ে নারীশিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে যে আদর্শ